দৈনিক বাংলা

15

তারিখ 28 DEC 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ৩

এসোসিয়েটেড স্কুল প্রজেক্ট : সংকট ও সম্ভাবনা

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউনেস্কো-র যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি নিয়েয়ার-এ অনুষ্ঠিত হলো 'এসোসিয়েটেড স্কুল' শীর্ষক জাতীয় সেমিনার। দেশে এই প্রকল্পটির প্রচলন ১৯৭৭ সাল হলেও এ যাবত এ নিয়ে তেমন কার্যকর অগ্রগতি হয়নি। এসোসিয়েটেড স্কুল প্রজেক্টকে সচল করার লক্ষ্যে হালে যে তৎপরতা আরম্ভ হয়েছে, ডিসেম্বরের শেষার্ধে এই সংক্রান্ত জাতীয় সেমিনারটি সেই উদ্যোগেরই প্রারম্ভিক পদক্ষেপ।

এই প্রজেক্ট-এর উদ্দেশ্যগুলো যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তার মধ্যে একটি হল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্কুল-শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি। এই সম্প্রীতি কেবল যে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চারে সহায়ক হবে, তা নয়—দেশের ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের বুঝতে সাহায্য করবে। কেবল নিজেকে বা নিজের গন্ডীকে নিয়ে মগ্ন থাকায় জীবনের সার্থকতা নেই। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রকল্পে এমন সব কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্তি হয়েছে—যা সুকুমার ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্য-পুস্তক ও পাঠক্রমের বাইরেও সাহায্য করবে বাস্তব জ্ঞান আহরণে।

শুরুতেই বলা হয়েছে—এই ধরনের প্রকল্প সর্বঅর্থেই অভিনন্দনের চালু হওয়ার পর সচল হতে কেন যে দশ দশটি বছর লাগলো। এটাই বরং আশ্চর্যের। এই প্রকল্প একটি জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছে—তা হচ্ছে ছাত্রদের বিশেষ করে স্কুল পর্যায়ের ছাত্রদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সমঝোতাকে এই প্রকল্পে যে বিশেষ লক্ষ্য করা হয়েছে এবং তারই জের হিসাবে দেশে দেশে ছাত্রদের টীম আদান-প্রদানের যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা কতটা কাজে লাগবে এ দেশে? এ দেশে স্কুলের ছাত্ররা তো নিজের দেশ সম্পর্কেই প্রায়-অজ্ঞ বলতে গেলে। পুঁথি-গত বিদ্যা কন্টস্থ করে কৃতিত্ব প্রদর্শনের সর্বাধিক ব্যবস্থা আছে এখানে। এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজের স্কুল ছাড়া আর কটি স্কুলের সহপাঠীদের চেনে? এখানে এক একটি স্কুল যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন, যোগাযোগ-বিহীন। ব্যক্তিগত জানাশোনা ভিন্ন কথা—স্কুল-থেকে উদ্যোগে কেউ কাউকে জানে না, জানা-নোর উদ্যোগ নেয়া হয় না। স্কুলগুলোর মধ্যে সমন্বিত কোনও কর্মসূচী নেই, যদি থাকে তো ঐ একমাত্র বার্ষিক ভিত্তিতে জেলা, আঞ্চলিক ও জাতীয় খেলাধুলা প্রতিযোগিতা। বয়স্কাউট বা গার্লস গাইড অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর সম্মেলনের একটি ক্ষীণ-ধারা, তা-ও বাধ্যতামূলক কিছু না।

ফলে যা ঘটার, অনিবার্যভাবে ঘটছে তাই। ছাত্রছাত্রীরা জানে না তার জেলা বা উপজেলার পুরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম বা সংখ্যা। পুরো দেশের তো কথাই ওঠে না। জাতীয় ভিত্তিতে কোনও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে বাছাই-করা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা প্রদর্শনী এবং সেই সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের সুযোগ পায়, রাষ্ট্রীয় মেহমান এলে ছেলেমেয়েরা নিজেদের স্কুলের কাছাকাছি জায়গায় লাইন করে দাঁড়ায়, শ্লোগান দেয়, তারপর যার যার পথে চলে যায়। এই স্কুলের শিক্ষার্থী ঐ স্কুলে যাবে কোনও কমন ফাংশনে, এমন হয় না।

শিক্ষার্থী তো পরের ব্যাপার—শিক্ষকেরা? তাঁদেরও নেই সহমর্মিতা বা বৈরিতা বলা যায় আছে নিস্পৃহতা বা উদাসীনতাই। এই কারণেই দেখা যায়—একই এলাকার স্কুল হয়েও কেমন ছাড়া ছাড়া। কেউ কেন কারও নয়।

প্রশ্ন উঠবে, এটা স্বাভাবিক প্রতিযোগিতামূলক প্রবণতার ফল সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেকার সহজাত যে প্রতি-যোগিতা, তার। কিন্তু প্রতি-যোগিতা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এক নয়—প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতির দৌড় পাল্লার অংশীদার হয়েও তো সমধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা যায়। কিন্তু তা হয় না কী এক মন্ত্রগুণে দেশের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্র মনোভাবে ভারাক্রান্ত।

প্রতিযোগিতার নামে মুখ ফিরিয়ে রাখা আর সময়ে সময়ে অন্য প্রতিষ্ঠানকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টাই কখনও বা প্রত্যক্ষ। ফলে সমস্যার বোঝা ভারীই হচ্ছে।

এর কারণও খুঁজতে হয় না। স্কুলগুলো সমমানের নয়। মানের অসমতার জন্য দায়ী—আর্থিক সংকট এবং সরকারী-বেসরকারী জাতীয়করণ ইত্যাদি বৈষম্য। এই অর্থ সংকট ও স্কুলগুলোর প্রকৃতিগত বৈষম্য পক্ষান্তরে সৃষ্টি করছে আরও জটিলতা।

সচছল ও প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠান গুলো নিজেদের অতি-অভিজাত মনে করে।

এই নিদারুণ অসমতাই স্কুল গুলোর সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসের এবং পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

গেল বছর সরকারী নির্দেশে প্রতিটি স্কুল কলেজে সাপ্তাহিক ছুটি মাত্র একদিন করা হয়েছে, কিন্তু অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই পূর্ববৎ দুদিনই বহাল রেখেছেন সাপ্তাহিক ছুটি। ফলে সতর্ক, সন্ত্রস্ত ও নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধা শীল চুনোপুঁটিদের মনে প্রশ্ন জেগেছে—এ কি করে সম্ভব হয় এবং হলেও কারো কারো জন্য কেন, কেন সকলের জন্য নয়?

এতে কথা এজন্য বলা যে, আভিজাত্যের আলাদা ভাষা, আলাদা ভঙ্গী, এ জানা কথা—কিন্তু এই অভিজাত প্রতিষ্ঠান-গুলো যে 'অভিজাত্য' অর্জন করেছেন কপাল গুণে—তার কি হবে? এর ফলে মার খাচ্ছে সুস্থ প্রতিযোগিতার ধারা। প্রচুর আগ্রহ ও অধ্যবসায় নিয়েও অবহেলিত থাকছে দেশের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কেবলমাত্র এক মুঠো ক'জনের জন্য উচ্চাসন।

এই উচ্চাসনে অধিষ্ঠিতরা কেবল যে ক্ষেত্রবিশেষে নিয়ম না মেনে অথবা নিজেদের নিয়মে অবিচল থেকে পার পেয়ে যান, তা নয়, বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের যাব তীয় কাজে কর্মেই তাদের বরা-তেই শিকে ছেঁড়ে। অথচ গরিষ্ঠ সংখ্যক বঞ্চিত বুভুক্ষ স্কুলের প্রতিনিধিত্ব দিতে তারা ব্যর্থ হন—কেননা, তারা ভিন্ন বলয়ে বাস করেন বলে ভিন্ন ভাষায় কথা কন।

এমন পটপ্রেক্ষিতে স্কুল-গুলোর মধ্যে তথা স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুষ্ঠু ভাব বিনিময় কী করে, কোন পন্থায় সম্ভব হবে, ভেবে দেখতে হবে। স্কুলগুলো নিজ নিজ অঙ্গনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষ দিন উদযাপন করে তার রিপোর্ট যদি ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দফ-তরে পাঠায়, তাও কি এই এসো-সিয়েটেড স্কুল প্রজেক্ট-এর কাঙ্ক্ষিত শুভ লক্ষ্য হাসিল করবে? এখনও তো সকলে যে যার মতোন কাজ করে বিভিন্ন দফতরে কাগজপত্র তথ্য পাঠা-চ্ছেন, তাতে কি 'এক' হতে পেরেছেন সকলে? যাদের গৌরব ও সৌর পূর্ণভাবে সরকার ও সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত, সেই গৌর-ষান্বিতরা তো প্রায়শ কারণেই নিম্নপ্রভদের সঙ্গে এতোটা সহ-কর্মীর সুরে কথা বলবেন না—যতোটা বলতে চাইবেন বস-এর মতো।

অনেকে মনে করেন, কেন আছে তো সমিতি, সংগঠন, ফেডারেশন কতো—সেখানে মত-পথের পার্থক্য থাকলেও প্লাট-ফরমটি একই তো। জবাব আছে, সমিতি-ফেডারেশন-এর ঐক্যে ও সম্প্রীতিতে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নই মুখ্য, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা কিঞ্চিৎ হলেও পরোক্ষ এবং সেখানেও মর্যাদাবান প্রতি-ষ্ঠানের ধারা, তারাই লাভ করেন পোর্টফোলিও। অর্থাৎ সমাজের নেই চিরন্তন ধারার প্রতিফলন।

সেই ধারা বা ধারণার বিরুদ্ধে আমাদের এই মুহূর্তের উচ্চারণ নয়। আমাদের জিজ্ঞাসা—এমন বৈষম্য অধ্যুষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠা-নের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এসো-সিয়েটেড স্কুল প্রজেক্ট-এর ঈপ্সিত হৃদ্যতা গড়ে তোলার পথ কোথায়? জানা কথা, যে প্রাতি-ষ্ঠানিক পরিবেশের ছায়ায় বেড়ে ওঠে শিক্ষার্থী, তার ছাপই হবে শিক্ষার্থীর মধ্যে সুস্পষ্ট। একই দেশে একই পাঠ্যসূচীতে একই পরীক্ষা পদ্ধতিতে পড়াশোনা করেও কাছাকাছি ধরনের 'প্রোডাক্ট' যে হতে পারে না—তার কারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবধানটি মুখ্য।

সংকটই হোক আর সমস্যাই হোক—এটি বহু পুরনো আর বহুল উচ্চারিত। এ যাবত বাহ্যিক প্রলেপ কিছু হলেও মূলে হাত এখনও পড়েনি। দেশের মধ্যের সকল স্কুলের মধ্যে যথাসাধ্য সমতার সমন্বয় ঘটিয়ে সকল প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা নিশ্চিত করার প্রশ্নটি জরুরী। জরুরী শিক্ষার্থীদের মধ্যে দূরকে জানার সঙ্গে সঙ্গে নিকটকে ভাল-ভাবে জানার ঐৎসুক্য ও ঐকা-ন্তিকতা সৃষ্টি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্কুলের ও তার শিক্ষা-র্থীদের সঙ্গে সংযোগ ও সম-ঝোতা গড়ে তোলার প্রয়াসের আগে নিজ দেশের সকল সম-বয়সী সহপাঠীদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও প্রীতি সঞ্চয়ন অবশ্যই চাই। সে জানতে চাও-য়ায় স্থান মানের বৈষম্যের অব-কাশ নেই। এসোসিয়েটেড স্কুল প্রজেক্টকে সামনে রেখে দীর্ঘ-কালের একটি আরাধ্য বিষয়ের জট যদি একটু হলেও খুলতে পারে, তবে এই ধরনের তো অবশ্যই, এমনি আরও বহু ধর-নের বাস্তবধর্মী ব্যাপক প্রকল্প অর্থবহভাবে কার্যকর হবে আর বুঝতে হবে আমরা আসলেই পারছি এগুতে।

—হোসনে আরা শাহেদ